জীবন এখানে যেমন - ৭

প্রবাস কড়চা

বাংলাদেশী নাটক 'চে' এবং 'মানুষ'

বাংলাদেশী নাট্য-সম্রাজ্যের সেনাপতি ও বিপ্লবী সৈনিক মামুনুর রশিদ তাঁর ৬ জন সহযোগীকে নিয়ে নবগঠিত একটি সাংস্কৃতি আমদানীকারক সংগঠন এর আমন্ত্রনে 'অষ্ট্রেলিয়া-বাংলাদেশ' এর যৌথ কাহিনী অবলম্বনে যৌথ উদ্যেগে বায়ান্ন পর্বের একটি টিভি সিরিয়ালের শুটিং করার জন্যে এখন সিডনীতে অবস্থান করছেন। শুটিং এর অবসরে আগত নাট্যদলটি সিডনী সহ অষ্ট্রেলিয়ার কয়েকটি শহরে বাংলাদেশ থেকে নিয়ে আসা দুটি নাটক 'চে' ও 'মানুষ' মঞ্চস্থ করছেন।

গত ৪ঠা জুন সন্ধ্যায় সিডনী'র পশ্চিমাঞ্চলের একটি স্কুলের মিলনায়তনে ঐ দুটি নাটক মঞ্চস্থ করা হয়। পুরো মিলনায়তনের আসন সংখ্যা ৭৫০, কিন্তু যোগদানকারী কয়েকজন দর্শক গত ৮ই জুন ২০০৬ সিডনী থেকে প্রচারিত 'বাংলাদেশ রেডিও' (এফ, এম ১০০.৯, প্রতি বৃহস্পতিবার দুপুর ১২-২টায় প্রচারিত) এর পরিচালক ও উপস্থাপক সালেহ ইবনে রসুলকে রেডিও চলাকালীন সময়ে সরাসরি ফোন করে জানিয়েছেন যে উক্ত নাট্যানুষ্ঠানে কোলে বসা শিশু সহ 'মাথা-গুনে' সর্বসাকুল্যে ৫১ জন দর্শক উপস্থিত ছিলেন সেদিন। দর্শকদের অনেকেই আয়োজক সংগঠনের পারিবারিক সদস্য ও বন্ধু-বান্ধব। 'দর্শকের স্বল্পতা ও মামুনুর রশীদের খ্যাতি'র ব্যাপকতা' এই দুটি বিষয়ের সমীকরন করে সিডনী'র অনেকেই এর সঠিক উত্তর খুঁজে পাচ্ছেন না। অনেকে এ জন্যে সতর্ক পদ্বতিতে প্রচার ব্যবস্থাকে দায়ী করেছেন। কারন অনুষ্ঠানগুলোর বিষয়ে সিডনী'র বিভিন্ন গনমাধ্যমে যে হারে বিজ্ঞাপন যাওয়ার কথা ছিল ঠিক সেভাবে যায়নি এবং এজন্যে সকলেই আয়োজক সংস্থাকে দায়ী করেছেন। রবিবার ও শীতকালীন সময় বলে নাট্য আমুদে অনেক অভিভাবক তাদের নাবালক শিশুদের সাথে নিয়ে গেছেন হলে। কিন্তু নাটক চলাকালীন অবুঝ ও অবাধ্য শিশুদের উপদ্রবে অভিনেতা মাহফুজ বাধ্য হয়ে মাইকে ঘোষনা দিয়ে অভিভাবকদের প্রাকৃতিক ও প্রথাগত দায়ীত্ব পালন করতে আকুতি করেন। অনেকে এ বিষয়ে মাহফুজের উপস্থাপনা ভঙ্গি ও ঘোষনার তীর্যক বাক্যতে মনক্ষুন্ন হয়েছিলেন বলে ইবনে রসুল তার শ্রোতাদের অভিযোগটি কর্ণফুলীকে জানান। এ বিষয়ে অজবেনের কর্ণধার জনাব মোস্তফার সাথে গত ৯ই জুন শুক্রবার ফোনে আলোচনা হয়। তিনি দর্শকদের এ অভিযোগকে যুক্তি ও বিবেকসঙ্গত বলে মনে করেননি। যে সকল পিতা-মাতারা নিজের শিশুদের নিয়ন্ত্রন করতে পারেননা তারা নাটকে এসে অন্যান্য দর্শকদের বিরক্তির কারণ হওয়া কতটুকু সমুচীন সেটাও সকলকে বিবেচনা করে দেখতে হবে। আর নাটকে দর্শক উপস্থিতির কথা তিনি প্রায় ১০০ জন বলে স্বীকার করেছেন এবং উপস্থিতির হার দরীদ্র কেন সে বিষয়ে তিনি কোন মন্তব্য করেননি।

জনাব সালেহ ইবনে রসুল জানিয়েছেন যে তার রেডিওতে ফোন করে অনেক শ্রোতা অভিযোগ করেছেন যে নাটকে মাহফুজের অভিনয়ের কথা থাকলেও উপস্থাপনা ছাড়া দু'টি নাটকের

কোনটিতেই তিনি অভিনয় করেননি। দর্শকরা এতে আশাহত হয়েছেন এবং নিজেদের প্রতারিত মনে করছেন। এর প্রশ্নের জবাবে জনাব মোস্তফা জানান যে প্রচার পত্রের কোন অংশে মাহফুজ নাটকে অভিনয় করবে এমনটি বলা হয়নি, বলা হয়েছে 'মাহফুজ অংশগ্রহণ' করবেন। কিন্তু উক্ত নাট্যদলে তার অংশগ্রহনটা কিভাবে হবে সেটা সুনির্দিষ্ট বলা হয়নি সুতরাং বাক্যগত বিশ্লেষনে দর্শকদের প্রতারিত হওয়ার প্রশ্নই উঠেনা।

সিডনী'র অনেক বাংলাদেশী মন্তব্য করেছেন যে 'অজবেন' এর নিজস্ব মুখপত্র হিসেবে দু'পৃষ্ঠার যে প্রচারপত্রটি গত দু'মাস ধরে সিডনীতে সবার হাতে ধরিয়ে দেয়া হচ্ছে, তাতে কোন অংশে, কোন বাক্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আয়োজক কমিটি 'অজবেন'কে ব্যক্তিমালিকানাধীন একটি ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কোথাও উল্লেখ করেননি। যার ফলে অনেকে 'অজবেন' নামক সংগঠনটিকে প্রবাসী বাংলাদেশীদের জন্যে আরেকটি কল্যাণমূখী নুতন সংগঠন হিসেবে ভুল বুঝেছিল। কর্ণফুলী'তে গত হপ্তা প্রচারের আগ পর্যন্ত সিডনীতে কেউ জানতোনা যে এ প্রতিষ্ঠানটি 'মুনাফা-মুখি' একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন। এ ধরনের সাংস্কৃতিক আমদানী বানিজ্য সিডনী সহ বিশ্বের অনেক উন্নত দেশে বহু পুরানো। বিশেষ করে ভারত ও পাকিস্তানের পেশাভিত্তিক এরূপ বেশ কয়েকটি সুপ্রতিষ্ঠিত সংগঠন সিডনীতে আছে যারা প্রতি বছরেই তাদের দেশ থেকে বিভিন্ন নামি-দামি শিল্পীদের আমদানী করে অষ্ট্রেলেয়িতে শো করে দিব্যি ব্যবসা করছেন। অন্তর্নিহিত অন্যকোন উদ্দেশ্য না থাকলে এ ধরনের ব্যবসা সম্পূর্ণ আইনসম্মত ও লাভজনক। সে হিসেবে জনাব মোস্তফা সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য কারণ তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি তার পুর্ব অভিজ্ঞতার আলোকে এরূপ বাণিজ্যভিত্তিক একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান সিডনীতে জন্ম দিয়েছেন।

মিতালী-ভুপিন্দরের প্রেস কন্‌ফারেন্স

বাংলাদেশ সোসাইটি ফর পুজা এন্ড কালচারের (বিএসপিসি) উদ্যেগে আয়োজিত আসন্ন সংগীত রজনীতে অংশগ্রহণ করার জন্যে বাংলা-ভারত বিখ্যাত জুটি মিতালী-ভুপিন গত বৃহস্পতিবার বিকেলে তাদের চারজন যন্ত্রি-সঙ্গী নিয়ে সিডনীতে অবতরন করেন। উক্ত জুটি'র সাথে তাদের ১৪ বছরের একমাত্র সন্তান আমানদীপ আসেন। আগত দলকে বিমান বন্দরে স্বাগত জানান বিএসপিসি'র কয়েকজন প্রধান কর্মকর্তা সর্বশ্রী ডঃ নারায়ন দাশ, ডঃ স্বপন পাল, ডঃ সুধীর লোধ, শ্রীমতি রত্না হোর্ট এবং একুশে একাডেমী'র সভাপতি নির্মল পাল। পুরো দলটিকে বিএসপিসি বিমানবন্দর সংলগ্ন বিলাসবহুল পঞ্চতারকা হোটেল ষ্টামফোর্ডে রাখার ব্যবস্থা করেন। দীর্ঘ উড্ডয়নে ক্লান্ত শিল্পীদের সাথে আধা ঘন্টা বিলম্বে সন্ধ্যা ৭টায় হোটেলে'র একটি হলরুমে সিডনী'র বিভিন্ন বাংলাদেশী ও ভারতীয় মিডিয়ার উপস্থিতিতে একটি প্রেস কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ রেডিও এর পক্ষ থেকে সিডনী'র বিপুল পরিচিত ও জনপ্রিয় উপস্থাপক সালেহ ইবনে রসুল, ভারতীয় 'মাসালা টাইমস' এর সাংবাদিক দল, বাংলার মুখ টিভি কর্ণধার মোশারেফ হোসেন ও কর্ণফুলী সহ আরো কিছু সাংবাদিক উক্ত প্রেস কনফারেন্সে উপস্থিত

ছিলেন। বিএসপিসি এর কর্মকর্তাদের নির্দেশনায় ও উপস্থাপনায় কনফারেন্সটি ঘন্টাখানিক পর্যন্ত চলেছিল। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে ডঃ স্বপন পাল এবং শেষদিকে ডঃ নারায়ন আগত সাংবাদিক ও শিল্পীদ্বয়ের প্রতি শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

বাঁ থেকে গীটার বাদক আরশাদ আহমদ, বংশীবাদক নির্মল, কীবোর্ড বাদক অবিনাশ চন্দ্রচুড়, তবলা বাদক মোশাররফ খাঁন। ছবিতে টোকা দিন

বাংলাদেশ রেডিও এর পক্ষ থেকে শিল্পীর মানসম্মত শিল্পীদ্বয়কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করা হয়েছিল যার উত্তর উক্ত শিল্পী দম্পতি সহাস্যে যৌথভাবে দেন। প্রশ্নোত্তরের প্রসঙ্গে মিতালী বাংলাদেশের প্রতি তার অগাধ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ব্যক্ত করেন। তিনি নিজেকে এখনো ময়মনসিংহ এর মেয়ে বলে দাবী করতে গর্ববোধ করেন। জনাব রসুলের স্মৃতিবিজোড়িত প্রশ্নে কনফারেন্স রুমটিকে ক্ষনিকের জন্যে মিতালী ময়মনসিংহের সে ভিটিতে, সেই মহল্লায় নিয়ে গেছেন যেখানে তিনি জন্মেছেন এবং বেড়ে উঠেছিলেন। কর্ণফুলী'র পক্ষ থেকে শিল্পী ভুপিনকে কয়েকটি সাধারন প্রশ্ন করা হয়েছিল। একটি প্রশ্নের জবাবে ভুপিন জানালেন তিনি বরাবরই বাংলাভাষা ও বাংলার প্রতি আকৃষ্ঠ ছিলেন। মিতালীজি'র সাথে পরিচয় ও প্রণয় হওয়ার বহু আগেই তিনি মন ও মননে বাংলার সাথে একাকার হয়ে মিশেছিলেন। ততকালীন বোম্বের সঙ্গীত মঞ্চের বাঙ্গালী মহারথিদের সান্নিধ্যে এসে তিনি বাংলায় কথা বলাও শিখেছিলেন। বিশেষ করে হেমন্ত মুখপধ্যায়, এস.ডি ও আর.ডি বর্মন এর কথা তিনি শ্রদ্ধার সাথে স্মরন করেন। তিনি মূলত একজন গিটারবাজিয়ে শিল্পী, আর-ডি'র সাথে দীর্ঘদিন কাজ করেছিলেন। চর্চার অভাবে ভুপিন বাংলা ভুললেও, বাংলা শুনতে ভুলেননি। সঠিক 'ফনেটিক্স' ব্যবহার করে হিন্দিতে লিখে দেয়া বাংলা গানগুলো তিনি রেকর্ডের জন্যে গাইতেন। শ্রাবন্তী ও মিতালীর সাথে যথাক্রমে দ্বৈতকন্ঠে গাওয়া বিখ্যাত রোমান্টিক বাংলা গান, 'যার নাম তার মুখে ভালো লাগেনা - -' ও 'যেটুকু সময় তুমি থাকো কাছে, মনে হয় - -' আজো তাকে দু'বাংলার যুব সম্প্রদায়ের কাছে স্মরণীয় করে রেখেছে বলে তিনি গর্বিত। তবে সিডনীতে বাংলাদেশীদের আমন্ত্রনে এলেও তিনি মিতালী'র সাথে কোন বাংলা গান গাইবেননা বলে জানালেন। কর্ণফুলী'র আরেক প্রশ্নের উত্তরে ভুপিন ও মিতালী জানান যে অন্যকোন ব্যস্ততা বা প্রবাস ভ্রমন না থাকলে তারা সাধারনত প্রতিদিন দু থেকে তিন ঘন্টা গলা সেধে থাকে। এ ক্ষেত্রে রাগ ভৈরব, মালকোশ, ভাঁইরো সহ বিভিন্ন রাগের উপর তাদের নিয়মিত চর্চা চলে। প্লেব্যাক গায়ক হিসেবে বোম্বেতে মিতালী'র আবেদন থাকলেও গজলের প্রতি আকর্ষণ থাকায় তিনি ও পথে পা

সিডনী বিমানবন্দরে বিএসপিসি এর কর্মকর্তাদের সাথে শিল্পীদ্বয়, মিতালীর ডান পাশে তাদের ছেলে

বাড়াননি। গজল প্রীতি শ্রোতা সিমীত হলেও তিনি ও ভুপিন এ জগতে নিজেদের বড় সুখি মনে করেন। তাদের সাথে সিডনী সফরে যে চারজন যন্ত্রি এসেছেন তারা সকলেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে ভারতের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বিখ্যাত। ভারত সঙ্গীতাংগনে গ্রীকের সুরদেবতা 'অর্ফিউস' এর সাথে যাকে তুলনা করা হয় বাংলাভাষী সেই তরুন বংশিবাদক নির্মল এসেছেন এ জুটির সাথে বাঁশি বাজাতে। ২৮ বছরের সাধক তুখোড় যন্ত্রশিল্পী আরশাদ আহমদ থাকবেন তার গীটার নিয়ে। দীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে ভুপিন ও মিতালী'র সাথে ভারত ও সারাবিশ্বে ঘুরে ঘুরে যে বিখ্যাত কালাকার তবলা বাজাচ্ছেন সেই মোশাররফ খাঁন এখন সিডনীতে। বোম্বের কীবোর্ড যাদুকর যিনি গত ২০ বছর ধরে পেশাভিত্তিক কীবোর্ড বাজাচ্ছেন সেই সুদর্শন অবিনাশ চন্দ্রচুর থাকবেন আসন্ন দু'দিনের গানের জলসায়। প্রেস কন্‌ফারেন্সে অনেকে আশ্চর্য হয়ে যান এ জুটি'র সাথে সুখ্যাতিপূর্ণ এতজন বাদ্যযন্ত্রিকে একসাথে দেখে। আসন্ন বাংলাদেশী অনুষ্ঠানে তাদের জীবনের গাওয়া শ্রেষ্ঠ প্রতিটি গান তারা দর্শক-শ্রোতাদের উপহার দেবেন বলে উল্লেখ করলেন। তারা আশা করেন সিডনী'র বাংলাদেশীরা তাদের পারফরমেন্স সারাজীবন মনে রাখবেন। সঙ্গীত তারকা এ জুটি প্রথমবারের মত এবার একসাথে অষ্ট্রেলিয়ায় এসেছেন, তাই এ অনুষ্ঠানকে স্মরনীয় করে রাখার জন্যে আয়োজক দল ও শিল্পীবৃন্দ বদ্ধ পরিকর। সিডনীর বাংলাদেশী কমিউনিটির সাথে সেতু গড়ে দেয়ার জন্যে আমন্ত্রণকারী সংগঠন বিএসপিসি এর সকল কর্মকর্তাদের তাঁরা দুজনে উচ্ছাসভরে সাধুবাদ জানান। শিল্পীমাত্রার জ্ঞান সম্পন্ন মাত্র দু একজন সাংবাদিক তাদেরকে তাদের লেভেলের প্রশ্ন করতে শুনে তারা সাধুবাদ জানান।

মিতালীজিকে এখানকার দুতাবাসের সুপারিশে বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে ফেরত আনার প্রস্তাব ও আশ্বাস শুনে কনফারেন্সে উপস্থিত একজন যন্ত্রী আশ্বাসদানকারী ব্যক্তিকে ভুলবশত বাংলাদেশের

ডেপুটি রাষ্ট্রদুত মনে করে মাথানুয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছিল। উক্ত প্রেস কনফারেন্সে অষ্ট্রেলিয়াস্থ বাংলাদেশের ডেপুটি রাষ্ট্রদুতের উপস্থিতিতে শিল্পীদ্বয় এবং আগত যন্ত্রিরা অভিভুত হয়েছিলেন। কিছুক্ষন পরেই তাদের সকলের ভ্রান্তি কেটে যায় এবং উক্ত আশ্বাসপ্রদানকারী ব্যক্তির পেশাগত আসল পরিচয় জেনে একসাথে সকলে অট্টহাসিতে ফেটে পড়েন।

প্রেস কনফারেন্সের আরো ছবি দেখার জন্যে উপরের ছবিটিতে টোকা মারুন

সিডনীতে পরেশ রাওয়ালের শো

গত রবিবার ৪ঠা জুন সিডনী'র এ্যানমোর থিয়েটর হলে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বর্তমান বলিউডের শ্রেষ্ঠ কমেডিয়ান ও শক্তিমান অভিনেতা পরেশ রাওয়ালের একটি হাসির নাটক, শাদী@বরবাদী.কম। পরেশ রাওয়াল শুধু একজন কমেডিয়ান নয় বরং একজন সিরিয়াস অভিনেতা হিসেবেও বলিউডে বেশ সমাদৃত। পুলিশ কমিশনার হিসেবে বিখ্যাত ছবি 'সত্যা'তে তার অনবদ্য অভিনয় সকলেরই আজো মনে আছে। যুগান্তকারী ও সুপার-ডুপার হিন্দী কমেডি ছবি 'হাঙ্গামা'তে তিনি একজন আয়েসী শিল্পপতির ভুমিকায় অভিনয় করে কোটি দর্শকের মনে চীরস্থায়ী স্থান করে নিয়েছিলেন। সম্প্রতি 'উইকলি মালামাল' ছবিতেও তার অভিনয় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। শুধু একটি হাসির নাটক, তাও দর্শক-শ্রোতায় ভরে গিয়েছিল পুরো হল। একতলা অথবা দোতলায় কোথাও একটি সীট খালি নজরে পড়েনি। কাঁধে কাঁধ ঘেঁষে সকল দর্শক অনুষ্ঠান উপভোগ করেছিলেন নাটকটি।

শ্রী পরেশ রাওয়াল

সুক্ষ কৌতুক রসবোধ বোঝেন এবং সামান্য হিন্দীভাষা জ্ঞান আছে এমন বহু বাংলাদেশী ও বাংলাভাষীদেরকে উক্ত অনুষ্ঠানে দেখা যায়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে পরেশ রাওয়ালের অষ্ট্রেলিয়াতে এটি প্রথম সফর। তিনি এত বিপুল দর্শকের সমাগম দেখে আনন্দে অবিভুত হয়ে পড়েন যা তিনি অনুষ্ঠান শেষে করজোড়ে দর্শক সকলকে প্রকাশ করেন। প্রায় ঘন্টা দুয়েকের নাটক অনুষ্ঠানে দমফাটা হাসি আর দর্শক-শ্রোতার মুর্হুমুহু করতালিতে ষোল শত আসনবিশিষ্ঠ পুরো থিয়েটার হলে যেন আনন্দের বন্যা বয়েছিল সে রজনীতে। কর্ণফুলী পরিবারের কয়েকজন সদস্য সহ নিয়মিত লেখক খন্দকার জাহিদ হাসান ও বাংলা অনুষ্ঠানের প্রখ্যাত উপস্থাপিকা নাসিমা আখতার পরেশ রাওয়ালের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। আয়োজক প্রধান শ্রী মিন্টু পুপিন্দর কর্ণফুলী পরিবার ও লেখক জাহিদ হাসানের উপস্থিতিতে বিশেষভাবে তার আনন্দ প্রকাশ করেন।

নাটকের আরো কিছু ছবি দেখার জন্যে উপরের ছবিটিতে টোকা মারুন